তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড
(সূরা ১ ঃ ফাতিহা এবং সূরা ২ ঃ বাকারাহ)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
www.tafsiribnkathir.com

© সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ সংস্করণ ঃ
রজব ১৪৩৬ হিজরী
মে ২০১৫ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০/- মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬
obdraj@gmail.com

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা 'আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা'দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু'মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

২৪। সূরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ১৮)
২৫। সূরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৯)
২৬। সূরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১৯)
২৭। সূরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৯-২০)
২৮। সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২০)
১৯। সূরা আনকাবূত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২০-২১)
৩০। সূরা রূম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২১)
৩১। সূরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২১)
৩২। সূরা সাজদাহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২১)
৩৩। সূরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২১-২২)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৩৪। সূরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২২)
৩৫। সূরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২)
৩৬। সূরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২-২৩)
৩৭। সূরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৮। সূরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৯। সূরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ২৩-২৪)
৪০। সূরা গাফির বা মু'মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২৪)
৪১। সূরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২৪-২৫)
৪২। সূরা শূরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৫)
৪৩। সূরা যুখরূফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২৫)
৪৪। সূরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৫)
৪৫। সূরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৫)
৪৬। সূরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৭। সূরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৮। সূরা ফাত্‌হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)

৮। সপ্তদশ খন্ড

৪৯। সূরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৬)
৫০। সূরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬)
৫১। সূরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬-২৭)
৫২। সূরা তূর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৭)

৫৩। সূরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৪। সূরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৫। সূরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৬। সূরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৭। সূরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৭)
৫৮। সূরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮)
৫৯। সূরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮)
৬০। সূরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬১। সূরা সাফ্‌ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬২। সূরা জুমু'আ, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৩। সূরা মুনাফিকূন, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৪। সূরা তাগাবূন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৫। সূরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৬। সূরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৭। সূরা মুল্‌ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৬৮। সূরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৬৯। সূরা হাক্কাহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭০। সূরা মা'আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭১। সূরা নূহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭২। সূরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৩। সূরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৪। সূরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৫। সূরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৬। সূরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৭। সূরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)

৯। অষ্টাদশ খন্ড

৭৮। সূরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০)
৭৯। সূরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০)
৮০। সূরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮১। সূরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮২। সূরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)

৮৩। সূরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৪। সূরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৫। সূরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৬। সূরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৭। সূরা 'আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৮। সূরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৯। সূরা ফাজ্‌র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯০। সূরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯১। সূরা শাম্‌স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯২। সূরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৩। সূরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৪। সূরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৭। সূরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৮। সূরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৯। সূরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০০। সূরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০১। সূরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৩। সূরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৪। সূরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৫। সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৬। সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৭। সূরা মাউন, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৮। সূরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৯। সূরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১০। সূরা নাস্‌র, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১২। সূরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১৪। সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)

সূরা	পারা	পৃষ্ঠা
১। সূরা ফাতিহা	**(পারা-১)**	**৬২-১০৯**
২। সূরা বাকারাহ	**(পারা-১)**	**১১০-৩৯৩**
২। সূরা বাকারাহ	**(পারা-২)**	**৩৯৪-৬২৫**
২। সূরা বাকারাহ	**(পারা-৩)**	**৬২৬-৭০১**
তাফসীরের বিভিন্ন খন্ডে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ বিষয়সমূহ		**৭০৪-৭১৬**

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
* প্রকাশকের আরয	২৭
* অনুবাদকের আরয	২৯
* ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) জীবনী	৩৫
* অনুবাদক পরিচিতি	৪৩
* সূচনা	৪৭
* কিভাবে কুরআনের তাফসীর করতে হবে	৫১
* ইসরাঈলী বর্ণনা ও কিচ্ছা-কাহিনী	৫৩
* তাবেঈনগণের তাফসীর প্রসঙ্গ	৫৪
* কারও মতামতের উপর ভিত্তি করে তাফসীর করা	৫৫
* জানা থাকলে বর্ণনা করতে হবে, অন্যথায় চুপ থাকতে হবে	৫৫
* মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহ	৫৭
* কুরআনের আয়াত সংখ্যা	৫৭
* কুরআনের মোট শব্দ ও অক্ষর	৫৭
* কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে	৫৮
* কুরআনুম মাজীদের অংশ বা খন্ড	৫৯
* 'সূরা' শব্দের বিশ্লেষণ	৫৯
* 'আয়াত' শব্দের অর্থ	৬০
* 'কালেমাহ' শব্দের অর্থ	৬১
* কুরআনে আরাবী শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ আছে কি?	৬১
* 'ফাতিহা' শব্দের অর্থ এবং এর বিভিন্ন নাম	৬২
* সূরা ফাতিহায় আয়াত, শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যা	৬৩
* সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব বলার কারণ	৬৩
* সূরা ফাতিহার ফাযীলাত	৬৪
* সূরা ফাতিহা ও সালাত আদায় প্রসঙ্গ	৬৬
* আলোচ্য হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা	৬৭
* প্রতি রাক'আতে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে	৬৮
* ইসতি'আযাহ্ বা আ'উযুবিল্লাহ প্রসঙ্গ	৬৮
* কুরআন তিলাওয়াত করার আগে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া	৭১

* রাগান্বিত হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে ৭২
* ইসতি'আযাহ কি যরুরী ৭৩
* আ'উযুবিল্লাহ বলার ফাযীলাত ৭৩
* আ'উযুবিল্লাহর নিগূঢ় তত্ত্ব ৭৪
* শাইতান শব্দটির আভিধানিক বিশ্লেষণ ৭৫
* رَجِيْم শব্দের অর্থ ৭৭
* 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কী সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত ৭৮
* 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পাঠ করা প্রসঙ্গ ৭৮
* 'বিসমিল্লাহ'র ফাযীলাত ৮১
* প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে ৮১
* 'আল্লাহ' শব্দের অর্থ ৮১
* আর রাহমানির রাহীম الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ এর অর্থ ৮৩
* حمد শব্দের অর্থ ৮৭
* 'হাম্‌দ' ও 'শোক্‌র' এর মধ্যে পার্থক্য ৮৮
* 'হাম্‌দ' শব্দের তাফসীর ও সালাফগণের অভিমত ৮৮
* 'আল-হাম্‌দ' শব্দের ফাযীলাত ৮৮
* 'হাম্‌দ' শব্দের পূর্বে 'আল' শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব ৮৯
* 'রাব্ব' শব্দের অর্থ ৮৯
* 'আলামীন' শব্দের অর্থ ৯০
* সৃষ্টবস্তুকে 'আলাম' বলার কারণ ৯০
* বিচার দিনে আল্লাহই একক ক্ষমতার মালিক ৯১
* 'ইয়াওমিদ্দীন' এর অর্থ ৯২
* আল্লাহই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক ৯২
* 'দীন' শব্দের অর্থ ৯৪
* ইবাদাত শব্দের ধর্মীয় তত্ত্ব ৯৪
* কিছু করার পূর্বে আল্লাহর উপর নির্ভর করার উপকারিতা ৯৫
* সূরা ফাতিহা আল্লাহর প্রশংসা শিক্ষা দেয় ৯৬
* তাওহীদ আল উলুহিয়া ৯৭
* তাওহীদ আর রুবুবিয়াহ ৯৭
* আল্লাহ তাঁর নাবীকে বলেছেন 'দাস' ৯৭

* বিপদাপদে আল্লাহর কাছে সাজদাবনত হতে হবে ৯৮
* প্রশংসামূলক বাক্য আগে উল্লেখ করার কারণ ৯৮
* সূরায় হিদায়াত শব্দের বিশ্লেষণ ৯৯
* সিরাতাল মুস্তাকীম এর বিশ্লেষণ ১০০
* মু'মিনরাই হিদায়াতের আবেদন জানায় ১০১
* সূরা ফাতিহার সার সংক্ষেপ ১০৬
* নি'আমাত হচ্ছে আল্লাহর তরফ হতে দান ১০৬
* 'আমীন' বলা প্রসঙ্গ ১০৮
* সূরা বাকারাহ মাদীনায় অবতীর্ণ ১১০
* সূরা বাকারাহর মাহাত্ম্য ও গুণাবলী ১১১
* সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরানের বৈশিষ্ট্য ১১৩
* একক অক্ষরসমূহের আলোচনা ১১৫
* একক অক্ষর দিয়ে বিভিন্ন সূরার শুরু ১১৫
* একক অক্ষরগুলি মুজিযা প্রকাশ করছে ১১৬
* কুরআনে সন্দেহের কোন কিছু নেই ১১৮
* হিদায়াত তাদের জন্য যাদের রয়েছে তাকওয়া ১১৯
* কারা মুত্তাকী ১২০
* দুই ধরনের হিদায়াত রয়েছে ১২১
* তাকওয়া কী ১২২
* ঈমান কী ১২২
* 'গাইব' বলতে কি বুঝায় ১২৪
* 'ইকামাতে সালাত' এর অর্থ ১২৫
* 'ব্যয় করতে হবে' কোথায় ১২৬
* 'সালাত' কী ১২৭
* ঈমানদারদের বর্ণনা ১২৭
* হিদায়াত ও সফলতা শুধু ঈমানদারদের জন্য ১৩০
* 'খাতামা' শব্দের অর্থ ১৩২
* 'গিসাওয়াতু' কী ১৩৪
* 'মুনাফিক' কারা ১৩৫
* 'নিফাক' কী ১৩৫
* মুনাফিকীর গোড়া পত্তন ১৩৬

* ২ ঃ ৮ নং আয়াতের তাফসীর ১৩৭
* 'পীড়া' শব্দের অর্থ ১৩৯
* বিপর্যয় সৃষ্টি করা কী ১৪২
* মুনাফিকদের বিপর্যয়ের ধরণ ১৪২
* মুনাফিকদের ধূর্ততা ১৪৫
* মানব ও জিন শাইতান ১৪৬
* উপহাস/তামাসা ১৪৬
* মুনাফিকরা তাদের ষড়যন্ত্রের জন্য শাস্তি পাবে ১৪৭
* মুনাফিকদেরকে উদ্ভ্রান্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়ার অর্থ কী ১৪৮
* মুনাফিকদের ধরণ ১৫১
* মুনাফিকদের আর এক পরিচয় ১৫৩
* ঈমানদার ও কাফিরের শ্রেণীবিভাগ ১৫৬
* হৃদয়ের প্রকারভেদ ১৫৮
* তাওহীদ আল উলুহিয়া ১৬০
* এ বিষয়ের হাদীসসমূহ ১৬১
* আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ১৬৩
* নাবী ও নাবুওয়াত সত্য ১৬৫
* একটি চ্যালেঞ্জ ১৬৬
* কুরআনের মুজিযা ১৬৮
* কুরআন কাব্য নয় ১৬৯
* রাসূলকে (সাঃ) সর্বোচ্চ মুজিযা দেয়া হয়েছে 'আল কুরআন' ১৭২
* কুরআনে বর্ণিত 'পাথর' কী ১৭২
* জাহান্নাম কী এখনও বর্তমান ১৭৩
* মু'মিন ব্যক্তিদের প্রতিদান ১৭৫
* জান্নাতের ফল-মূলের সাথে সাযুজ্য ১৭৫
* জান্নাতের স্ত্রীগণ হবেন পুতঃ পবিত্র ১৭৬
* পৃথিবীর জীবন যাপনের সাথে তুলনামূলক আলোচনা ১৭৮
* মুনাফিকের লক্ষণ ১৮৩
* 'ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া' কী ১৮৪
* আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দলীলসমূহ ১৮৪
* আল্লাহর ক্ষমতা সম্বন্ধে দলীল ১৮৬

* সৃষ্টির সূচনা ১৮৬
* আসমানের আগে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে ১৮৭
* জগত সৃষ্টির মোট সময় ১৮৮
* আদম-সন্তান বংশ পরম্পরায় পৃথিবীতে বসবাস করছে ১৯০
* খলিফা/প্রতিনিধি নিয়োগ করার বাধ্য-বাধকতা ১৯২
* মালাইকার উপর আদমের (আঃ) সম্মান ১৯৪
* একটি সুদীর্ঘ হাদীস ১৯৫
* 'সুবহানাল্লাহ' এর অর্থ ১৯৭
* আদমের (আঃ) জ্ঞানের পরিচয় প্রদান ১৯৭
* মালাইকার সাজদাহ দ্বারা আদমকে (আঃ) মর্যাদা দান ১৯৯
* আদমকে (আঃ) সাজদাহ করতে বলা হয়েছিল, যদিও তিনি মালাক ছিলেননা ২০০
* আল্লাহরই জন্য ছিল আনুগত্য, আদমকে (আঃ) সাজদাহ করার মাধ্যমে ২০০
* আদমকে (আঃ) পুনরায় সম্মানিত করা হয় ২০২
* আদমের (আঃ) জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয় ২০২
* আল্লাহ আদমকে (আঃ) পরীক্ষা করলেন ২০৩
* আদম (আঃ) ছিলেন অনেক লম্বা ২০৪
* আদম (আঃ) মাত্র এক ঘন্টা জান্নাতে ছিলেন ২০৪
* একটি সন্দেহের নিরসন ২০৫
* আদম (আঃ) অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান ২০৫
* জগতের চিত্র ২০৭
* বানী ইসরাঈলকে ইসলামের দিকে আহ্বান ২০৯
* ইয়াকুবের (আঃ) নাম ছিল ইসরাঈল ২০৯
* বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ২০৯
* আল্লাহর সাথে বানী ইসরাঈলদের ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ২১০
* সত্যকে আড়াল করা কিংবা পরিবর্তন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ২১৩
* অন্যকে উপদেশ দিয়ে নিজে তা না করার জন্য তিরস্কার ২১৪
* একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য ২১৫
* আমলহীন উপদেশদাতার শাস্তি ২১৫
* একটি ঘটনার বর্ণনা ২১৬
* ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভ হবে ২১৭
* বানী ইসরাঈলকে অসংখ্য নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ২২০

* মুহাম্মাদের (সাঃ) উম্মাত বানী ইসরাঈলের চেয়ে উত্তম ২২১
* শাস্তি দানের ভয় প্রদর্শন ২২২
* কাফিরদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ, মুক্তিপণ কিংবা সাহায্য গ্রহণ করা হবেনা ২২২
* ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী হতে বানী ইসরাঈলকে রক্ষা করা হয়েছিল ২২৬
* আশুরায় সিয়াম পালন করা প্রসঙ্গ ২২৭
* বানী ইসরাঈলের গাভীর পূজা করা ২২৮
* তাওবাহ কবূল হওয়ার জন্য বানী ইসরাঈলদের একে অন্যকে হত্যা ২২৯
* বানী ইসরাঈলের যারা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল তাদের প্রাণ হরণ এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ২৩১
* আল্লাহর নি'আমাত স্বরূপ মেঘের ছায়া, মান্না ও সালওয়া দান ২৩৩
* 'মান্না' ও 'সালওয়া' এর বিবরণ ২৩৩
* অন্যান্য নাবীর (আঃ) সহচর থেকে সাহাবীগণের (রাঃ) মর্যাদা ২৩৫
* সাহায্য প্রাপ্তির পর ইয়াহুদরা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে আল্লাহদ্রোহী হল ২৩৬
* বারটি গোত্রের জন্য বারটি ঝর্ণা দান ২৩৯
* বানী ইসরাঈলরা মান্না, সালওয়ার পরিবর্তে নিকৃষ্ট খাদ্য পছন্দ করল ২৪০
* বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা গ্রাস করল ২৪২
* 'তাকাব্বুর' শব্দের অর্থ ২৪২
* সৎ আমলকারীগণের জন্য সব সময়েই রয়েছে উত্তম প্রতিদান ২৪৪
* 'মু'মিন' শব্দের অর্থ ২৪৪
* 'ইয়াহুদ' এর ইতিহাস ২৪৬
* খৃষ্টানদের কেন 'নাসারা' বলা হয় ২৪৬
* সাবেঈ দল ২৪৭
* ইয়াহুদীদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল ২৪৮
* ইয়াহুদীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং চেহারার পরিবর্তন ২৪৯
* ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ২৫০
* যে ইয়াহুদীদের বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল তাদের বংশধর বর্তমানের বানর ও শুকর নয় ২৫২
* বানী ইসরাঈলের নিহত ব্যক্তি ও গাভীর ঘটনা ২৫৩
* গাভীর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের একগুয়েমীর জন্য আল্লাহ তাদের কাজকে কঠিন করে দেন ২৫৬
* নিহত ব্যক্তিকে পুনরায় জীবন দান ২৫৭

* ইয়াহুদীদের কঠোরতা ২৫৯
* কঠিন বস্তু/পাথরের মধ্যে বোধশক্তি আছে ২৬০
* রাসূলের (সাঃ) জীবদ্দশায় ইয়াহুদীদের ঈমান ছিলনা ২৬৪
* রাসূলকে (সাঃ) সত্য নাবী জানা সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি ২৬৫
* 'উম্মী' শব্দের অর্থ ২৬৭
* সত্যত্যাগী ইয়াহুদীদের জন্য দুর্ভোগ ২৬৮
* ইয়াহুদীদের অলীক কল্পনা যে, তারা মাত্র কয়েক দিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে ২৬৯
* ছোট ছোট পাপ আস্তে আস্তে বড় ও ধ্বংসাত্মক কাজে প্রবৃত্ত করে ২৭২
* আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট হতে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন ২৭৩
* মাদীনার দু'টি বিখ্যাত গোত্রের শান্তি চুক্তি এবং তা ভঙ্গ করা ২৭৭
* বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা এবং নাবীদের হত্যা করা ২৭৯
* জিবরাঈলের (আঃ) অপর নাম রূহুল কুদুস ২৮০
* ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) হত্যা করতে চেয়েছিল ২৮২
* ঈমান না আনার কারণে ইয়াহুদীদের অন্তর মোহরাচ্ছাদিত ২৮২
* রাসূলের (সাঃ) আগমনের পর ইয়াহুদীরা অবিশ্বাস করল, যদিও তারা তাঁর অপেক্ষায় ছিল ২৮৪
* অভিশাপের উপর অভিশাপ ২৮৬
* ইসলাম কবূল না করেও ইয়াহুদরা ঈমানদার বলে মিথ্যা দাবী করে ২৮৭
* বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতার কারণে তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরা হয় ২৮৯
* ইয়াহুদীদের আহ্বান করে বলতে বলা হয়, আল্লাহ যেন মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করেন ২৯১
* কাফিরেরা চায় যে, তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করা হোক ২৯৩
* ইয়াহুদীরা জিবরাঈলের (আঃ) শত্রু ২৯৪
* কোন মালাককে অন্য মালাইকার উপর অগ্রাধিকার দেয়া, কোন নাবীকে অন্য নাবীগণের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার মতই ঈমান না আনার পর্যায়ভুক্ত ২৯৬
* নাবী মুহাম্মাদের (সাঃ) রিসালাত প্রাপ্তির প্রমাণ ৩০০
* ইয়াহুদীরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল ৩০১
* সুলাইমানের (আঃ) সময়েও যাদু ছিল ৩০১
* হারূত-মারূতের ঘটনা ৩০৩

* যাদু শিক্ষা করা কুফরী ৩০৫
* স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয় যাদুর মাধ্যমে ৩০৬
* আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটবেই ৩০৭
* বক্তব্য পেশ করার আদব ৩০৯
* আহলে কিতাব ও কাফিরেরা মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে ৩১১
* 'নাস্‌খ' এর মূল তত্ত্ব ৩১২
* 'নাসখ্' এর মূলতত্ত্বের উপর মূলনীতির আলেমগণের অভিমত ৩১২
* আল্লাহ তাঁর আয়াতের পরিবর্তন করেন, যদিও ইয়াহুদীরা তা অবিশ্বাস করে ৩১৩
* অধিক জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৩১৬
* আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করা যাবেনা ৩১৯
* সৎ কাজের আদেশ দানে উৎসাহ প্রদান ৩২১
* ইয়াহুদীদের প্রতারণা, আমিত্ব এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক বাণী ৩২৩
* অহংকার ও বিদ্বেষ বশে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় ৩২৫
* সবচেয়ে বড় অন্যায় হল লোকদেরকে মাসজিদে আসায় বাধা দেয়া অথবা তাড়িয়ে দেয়া ৩২৭
* বাইতুল্লাহর বিধ্বস্ত হওয়ার বর্ণনাক্রমিক তালিকা ৩২৮
* ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবেই ৩২৯
* কিবলাহ নির্ধারণ ৩৩১
* কুরআন মাজীদে সর্বপ্রথম রহিতকৃত (মানসূখ) হুকুম ৩৩১
* মাদীনাবাসীদের কিবলাহ হল পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ৩৩৩
* 'মহান আল্লাহর সন্তান-সন্ততি রয়েছে' এ দাবীর খন্ডন ৩৩৪
* সবকিছু আল্লাহর আয়ত্বাধীণ ৩৩৬
* পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর কোন নমুনা ছিলনা ৩৩৭
* এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ৩৩৯
* তাওরাতে রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা ৩৪২
* রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) সান্ত্বনা প্রদান ৩৪৩
* 'সঠিক তিলাওয়াত' এর অর্থ ৩৪৪
* ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন একজন মহান নেতা ৩৪৮

* ইবরাহীমের (আঃ) পরীক্ষা, كَلِمَاتٌ শব্দের তাফসীর এবং পরীক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর কৃতকার্যতার সংবাদ ৩৪৯
* কোন্ কথাগুলি দ্বারা ইবরাহীম (আঃ) পরীক্ষিত হয়েছিলেন ৩৫০
* অন্যায় দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়না ৩৫১
* আল্লাহর ঘরের (কা'বা ঘর) মর্যাদা ৩৫২
* মাকামে ইবরাহীম ৩৫৩
* আল্লাহর ঘর পরিস্কার রাখার নির্দেশ ৩৫৮
* মাক্কা হল পবিত্রতম স্থান ৩৫৮
* ইবরাহীম (আঃ) মাক্কাকে নিরাপত্তা ও উত্তম রিয্‌কের শহরের জন্য দু'আ করেছিলেন ৩৬০
* কা'বা ঘর তৈরী এবং ইবরাহীমের (আঃ) আন্তরিক প্রার্থনা ৩৬৩
* জনহীন উপত্যকায় 'জারহাম' গোত্রের আগমন ৩৬৬
* প্রিয় পুত্রের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ৩৬৬
* দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের চেষ্টা ৩৬৭
* কা'বা ঘর নির্মাণ ৩৬৮
* কা'বা ঘর নতুন করে নির্মাণ ৩৬৮
* কালো পাথর স্থাপন করা নিয়ে বিরোধ ৩৭০
* রাসূলের (সাঃ) ইচ্ছা অনুযায়ী যুবাইর (রাঃ) কা'বা ঘর পুর্ননির্মাণ করেন ৩৭১
* কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এক ইথিওপীয় দ্বারা কা'বা ঘর ধ্বংস হবে ৩৭৪
* ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা ৩৭৫
* 'মানাসিক' কী ৩৭৬
* সর্বশেষ নাবীর ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা ৩৭৭
* 'কিতাব ওয়াল হিকমাহ' এর অর্থ ৩৭৮
* নির্বোধরাই ইবরাহীমের (আঃ) সরল পথ থেকে বিচ্যুত ৩৭৯
* আমৃত্যু তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে ৩৮৩
* ইয়াকুবের (আঃ) মৃত্যুর সময় নাসীহাত ৩৮৪
* আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা এবং সমস্ত নাবীগণকে মুসলিমরা স্বীকার করে ৩৮৭
* কিবলার পরিবর্তন ও সালাতের দিক নির্দেশনা ৩৯৪
* উম্মাতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা ৩৯৮
* কিবলা পরিবর্তনের গভীর বিচক্ষণতা ৪০০

* কুরআনের আয়াতের প্রথম রহিতকরণ হয় কিবলাহ পরিবর্তনের দ্বারা ৪০৪
* কা'বা ঘরই কি কিবলাহ, নাকি ইহা একটি ইশারা ৪০৫
* ইয়াহুদীরা জানত যে, পরে কিবলাহ পরিবর্তিত হবে ৪০৫
* ইয়াহুদীদের একগুয়েমী এবং অবাধ্যতা ৪০৬
* ইয়াহুদীরা রাসূলের (সাঃ) আগমন সত্য জানত, কিন্তু তারা গোপন রাখে ৪০৭
* প্রত্যেক জাতিরই কিবলাহ রয়েছে ৪০৮
* কিবলাহ পরিবর্তনের কথা তিনবার বলার কারণ ৪১০
* পূর্বের কিবলাহ পরিবর্তনের বিচক্ষণতা ৪১১
* রাসূল মুহাম্মাদকে (সাঃ) রিসালাত প্রদান
মুসলিমদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট নি'আমাত ৪১২
* ধৈর্য ও সালাতের মর্যাদা ৪১৫
* শহীদগণের রয়েছে নি'আমাতপূর্ণ জীবন ৪১৬
* মু'মিনগণ বিপদে ধৈর্য ধারণের জন্য প্রতিদান পেয়ে থাকেন ৪১৭
* বিপদাপদে 'আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভরশীল' বলায় উপকারিতা ৪১৮
* 'এতে কোন দোষ নেই' বাক্যটির অর্থ ৪২০
* সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোয় নিগুঢ়তা (হিকমাত) ৪২১
* ঐ সমস্ত লোকের উপর আল্লাহর অভিশাপ
যারা ধর্মীয় আদেশ নিষেধ গোপন করে ৪২৪
* অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ দেয়া যাবে ৪২৬
* তাওহীদের প্রমাণ ৪২৮
* দুনিয়া এবং আখিরাতে মুশরিকদের অবস্থা ৪৩১
* হালাল খাওয়া এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা ৪৩৬
* মুশরিকরা অন্য মুশরিকদেরই অনুসরণ করে ৪৩৮
* অবিশ্বাসীরা পশুর চেয়েও অধম ৪৩৯
* হালাল খাবার খাওয়া এবং হারাম খাদ্যের বিবরণ ৪৪০
* বিশেষ অপারগ অবস্থায় নিষিদ্ধ ব্যবস্থা শিথিলযোগ্য ৪৪২
* আল্লাহর আয়াত গোপন করার জন্য ইয়াহুদীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে ৪৪৫
* খাঁটি বিশ্বাস ও সঠিক পথের শিক্ষা ৪৪৮
* 'সম-অধিকার' আইন এবং এর তাৎপর্য ৪৫৩
* কিসাসের উপকারিতা এবং এর অপরিহার্যতা ৪৫৪
* উত্তরাধিকারীদের জন্য অসিয়াত বাতিল করা হয়েছে ৪৫৬

* অসিয়াত তাদের জন্য যারা উত্তরাধিকারী আইনের আওতায় পড়েনা ৪৫৭
* ন্যায়ানুগ অসিয়াত হওয়া উচিত ৪৫৭
* সঠিকভাবে/ন্যায়ানুগ অসিয়াত করার উপকারিতা ৪৫৯
* সিয়াম পালন করার আদেশ ৪৬০
* বিভিন্ন প্রকার সিয়ামের বর্ণনা ৪৬১
* অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তির সিয়ামের পরিবর্তে ফিদইয়া প্রদান ৪৬১
* রামাযান মাসের মর্যাদা এবং এ মাসে কুরআন নাযিল হওয়া ৪৬৩
* পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ৪৬৩
* রামযান মাসে সিয়াম পালন করা ফার্‌য ৪৬৪
* সফরে সিয়াম পালন সম্পর্কিত কতিপয় বিধি-বিধান ৪৬৪
* সহজ, কোন কিছু কঠিন করা নয় ৪৬৬
* ইবাদাত করতে হবে আল্লাহর যিক্‌র করার সাথে সাথে ৪৬৬
* আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনতে পান ৪৬৮
* আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রার্থনা কবূল করে থাকেন ৪৬৯
* তিন ব্যক্তির প্রার্থনা ফিরিয়ে দেয়া হয়না ৪৭০
* রামাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী গমন করা যাবে ৪৭১
* সাহরী খাওয়ার শেষ সময় ৪৭৩
* সাহরী খাওয়ার নির্দেশ ৪৭৪
* 'যুনুব' অবস্থায় সিয়াম শুরু করা যাবে ৪৭৫
* সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে ৪৭৬
* একাধিক্রমে সিয়াম পালন করা যাবেনা ৪৭৬
* ই'তিকাফ ৪৭৮
* ঘুষ নেয়া নিষেধ এবং ইহা জঘন্য অপরাধ (পাপ) ৪৮১
* কোন বিচারকের বিচারের ফলে নিষিদ্ধ বিষয় জায়েয হয়না ৪৮১
* প্রথম চাঁদ বা আল হেলাল ৪৮৩
* তাকওয়া সঠিক আমল করতে সাহায্য করে ৪৮৩
* যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং যেখানে
পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করতে আদেশ করা হয়েছে ৪৮৫
* যুদ্ধে নিহতদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না কাটা এবং যুদ্ধলব্ধ
মালামাল থেকে চুরি না করার নির্দেশ ৪৮৬
* ফিতনা হত্যা অপেক্ষাও জঘন্য ৪৮৭

* আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া 'হারাম এলাকায়' যুদ্ধ করা নিষেধ ৪৮৭
* ফিতনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে ৪৮৯
* আত্মরক্ষা ছাড়া নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা যাবেনা ৪৯২
* আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার আদেশ ৪৯৪
* উমরাহ ও হাজ্জ করার নির্দেশ ৪৯৭
* কেহ পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে সেখানেই পশু কুরবানী করবে, মাথা মুন্ডন করবে এবং ইহরাম ত্যাগ করবে ৪৯৮
* ইহরাম অবস্থায় মাথা মুন্ডন করলে 'ফিদইয়া' দিতে হবে ৫০১
* তামাত্তু হাজ্জ ৫০২
* তামাত্তু হাজ্জ পালনকারীর সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে ১০ দিন সিয়াম পালন করবে ৫০৩
* মাক্কাবাসীরা হাজ্জে তামাত্তু করবেনা ৫০৫
* হাজ্জের জন্য কখন ইহরাম বাঁধতে হবে ৫০৬
* হাজ্জের মাসসমূহ ৫০৭
* হাজ্জ পালন অবস্থায় স্ত্রী গমন করা যাবেনা ৫০৮
* হাজ্জের সময় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে ৫১০
* হাজ্জের সময় তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে ৫১১
* হাজ্জের সময় আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল থাকতে হবে এবং হাজ্জের পাথেয় থাকতে হবে ৫১১
* পরকালের পাথেয় ৫১২
* হাজ্জের সময় আর্থিক লেন-দেন করা ৫১৩
* আ'রাফা মাঠে অবস্থান ৫১৪
* কখন আ'রাফা ও মুজদালিফা ত্যাগ করতে হবে ৫১৬
* মাশআর আল হারামের বর্ণনা ৫১৭
* আ'রাফা মাইদানে অবস্থানের পর ঐ স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ ৫১৮
* আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ৫১৯
* হাজ্জের আহকামসমূহ পালন করার পর ইহকাল ও পরকালের ভালাইর জন্য প্রার্থনা করা ৫২১
* তাশরীকের দিনগুলিতে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে ৫২৪
* 'নির্দিষ্ট দিন' কী ৫২৫

* মুনাফিকদের চরিত্র ৫২৭
* মুনাফিকরা উপদেশ গ্রহণ করেনা ৫৩০
* মু'মিনরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য উম্মুখ থাকে ৫৩০
* পুরাপুরি ইসলামে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে ৫৩২
* ঈমান আনার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয় ৫৩৪
* 'আল্লাহর অনুগ্রহ' ও 'মু'মিনদের উপহাস' করার শাস্তি ৫৩৫
* স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও মতভেদ করা হল দীনকে অস্বীকার করা ৫৩৮
* পরীক্ষার পর বিজয় লাভ ৫৪০
* দান-খাইরাত করা প্রসঙ্গ ৫৪৩
* মুসলিমদের জন্য জিহাদ ফার্‌য করা হয়েছে ৫৪৪
* নাখলায় সেনা অভিযান এবং নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা ৫৪৬
* মাদকদ্রব্য ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ করণ ৫৫২
* সাধ্যমত দান করা উচিত ৫৫৪
* ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ৫৫৫
* মুশরিক নর-নারীকে বিয়ে করা অবৈধ ৫৫৭
* ঋতুবতী মহিলাদের সাথে সহবাস করা যাবেনা ৫৬০
* স্ত্রীদের মলদ্বার ব্যবহার করা নিষেধ ৫৬২
* 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ' এর অর্থ ৪৬৩
* ভাল কাজ পরিত্যাগ করার শপথ করা যাবেনা ৫৬৭
* অভ্যাসগত শপথের জন্য কোন কাফফারা নেই ৫৬৮
* 'ইলা' সম্পর্কে আলোচনা ৫৭০
* তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত ৫৭২
* 'আল-কুরু' এর অর্থ ৫৭২
* ঋতু এবং তা থেকে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের বক্তব্য প্রাধান্য পাবে ৫৭৩
* ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার প্রথম অধিকার স্বামীর ৫৭৪
* স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর রয়েছে উভয়ের অধিকার ৫৭৪
* স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব ৫৭৫
* তালাক দিতে হবে তিন মাসে তিনবার ৫৭৭
* মোহর ফিরিয়ে নেয়া ৫৭৮
* 'খোলা তালাক' এবং মোহর ফিরিয়ে দেয়া ৫৭৮

* খোলা তালাকের ইদ্দাত ৫৮০
* আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করা হল অত্যাচার ৫৮০
* একই বৈঠকে তিন তালাক দেয়া অবৈধ/হারাম ৫৮০
* তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবেনা ৫৮১
* হিলা বিয়েতে অংশগ্রহণকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ ৫৮২
* তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা কখন তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে ৫৮৩
* তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে ৫৮৪
* তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব-স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইলে অভিভাবকের বাধা দেয়া উচিত নয় ৫৮৬
* অভিভাবক ছাড়া বিয়ে বৈধ নয় ৫৮৬
* ২ ঃ ২৩২ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য ৫৮৭
* মাতৃদুগ্ধ পান করার সময়সীমা দুই বছর ৫৮৮
* দুই বছর পরেও স্তন্য দান প্রসঙ্গ ৫৯০
* অর্থের বিনিময়ে দুধ পান করানো ৫৯০
* শিশুকে সংকটে নিপতিত না করা ৫৯১
* দুই বছর পার হওয়ার আগেই দুগ্ধ-দান বন্ধ করা প্রসঙ্গ ৫৯২
* বিধবার ইদ্দাতের সময় সীমা ৫৯৩
* ইদ্দাত পালনের আদেশ দানের গুঢ় রহস্য ৫৯৪
* দাসীদের ইদ্দাত পালন ৫৯৫
* স্বামীর জন্য স্ত্রীর ইদ্দাত পালন করা ওয়াজিব ৫৯৫
* ইদ্দাতের সময় পরোক্ষভাবে বিয়েরপ্রস্তাব দেয়া ৫৯৭
* সহবাস হওয়ার আগেই তালাক দেয়া প্রসঙ্গ ৬০০
* তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অর্থ প্রদান ৬০০
* সহবাসের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মোহরের অর্ধেক পাবে ৬০১
* মধ্যবর্তী ওয়াক্ত কোন্‌টি ৬০৩
* আসরের সালাত মধ্যবর্তী ওয়াক্তের সালাত হওয়ার দলীল ৬০৪
* সালাত আদায়ের সময় কথা বলা যাবেনা ৬০৫
* ভয়-ভীতির সময় সালাত আদায় ৬০৬
* স্বাভাবিক অবস্থায় খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায় করা ৬০৭
* ২ ঃ ২৪০ নং আয়াত বাতিল হওয়া প্রসঙ্গ ৬০৯
* তালাক দেয়ার সময় অর্থ প্রদান করার যুক্তি ৬১০

* মৃত্যু ঘটানো লোকদের বর্ণনা ৬১২
* জিহাদ থেকে পলায়ন করলেই মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবেনা ৬১৪
* 'উত্তম ঋণ' এবং উহার প্রতিদান ৬১৫
* ঐ ইয়াহুদীদের বর্ণনা যারা তাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আবেদন জানিয়েছিল ৬১৭
* আল্লাহ তা'আলা কোন কোন নাবীকে অন্য নাবীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন ৬২৬
* আয়াতুল কুরসীর মর্যাদা ৬২৯
* আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে আল্লাহর ইসমে আযম ৬৩১
* আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে ১০টি পূর্ণাঙ্গ বাক্য ৬৩২
* ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-যবরদস্তি নেই ৬৩৭
* তাওহীদ হল ঈমানের মূল স্তম্ভ ৬৩৮
* ইবরাহীম (আঃ) ও নমরূদ বাদশাহর সাথে তর্ক-বিতর্ক ৬৪২
* উযায়েরের (আঃ) ঘটনা ৬৪৫
* ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে জানতে চাইলেন, আল্লাহ কিভাবে মৃতকে পুনরায় জীবন দেন ৬৪৮
* ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনায় আল্লাহর সাড়া দেয়া ৬৪৮
* আল্লাহর উদ্দেশে ব্যয় করার প্রতিদান ৬৫০
* দান করে তা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় নিষেধাজ্ঞা ৬৫৩
* অসৎ কাজ সৎ কাজকে মুছে দেয় মুছে দেয় ৬৫৬
* হালাল আয় থেকে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা ৬৫৮
* সৎ কাজের ব্যাপারে শাইতানী কুমন্ত্রণা ৬৬০
* 'হিকমাত' এর বিশ্লেষণ ৬৬১
* প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে দান করার গুরুত্ব ৬৬২
* মুশরিকদেরকে দান করা প্রসঙ্গ ৬৬৫
* কে দান-সাদাকা পাবার যোগ্য ৬৬৭
* কুরআনে দান-সাদাকাকারীকে প্রশংসা করা হয়েছে ৬৬৯
* সুদের সাথে জড়িতদের শাস্তিদান প্রসঙ্গ ৬৭০
* সুদের মধ্যে আল্লাহর বারাকাত নেই ৬৭৫
* আল্লাহ দান-সাদাকাকে বৃদ্ধি করেন ৬৭৬
* অবিশ্বাসী পাপীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেননা ৬৭৬
* আল্লাহ শোকর আদায়কারীর প্রশংসা করেন ৬৭৬

* আল্লাহভীরুতা অর্জন এবং সুদ পরিহার করা ৬৭৮
* সুদের অপর নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) সাথে যুদ্ধ করা ৬৭৯
* আর্থিক অনটনে জর্জরিত দেনাদারের প্রতি দয়ার্দ্র থাকা ৬৭৯
* লিখিত লেন-দেনে পরবর্তী সময়ে উপকার রয়েছে ৬৮৪
* চুক্তি লিখার সময় সাক্ষীর উপস্থিত থাকতে হবে ৬৮৭
* বন্ধক রাখার ব্যাপারে কুরআনের আদেশ ৬৯২
* বান্দা যদি মনে মনে কিছু ভাবে সে জন্য কি সে দায়ী হবে ৬৯৩
* হে আল্লাহ! ২ ঃ ২৮৫-২৮৬ আয়াতের বদৌলতে আমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন! ৬৯৮
* সূরা বাকারাহর শেষ দুই আয়াতের তাফসীর ৬৯৯
* তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বিভিন্ন খন্ডে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ বিষয়সমূহ ৭০৪

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ক্রটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ক্রটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্তে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) জীবনী

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তাফসীর শাস্ত্রজ্ঞ, মুহাদ্দিস, ফাকীহ, ধর্মীয় জ্ঞান, তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনায় বিপুল পারদর্শিতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এই মর-জগতের বুকে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং যেসব মনীষী পবিত্র কুরআন, হাদীস তথা শাশ্বত সুন্নাহ্‌র বিজয় নিকেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তন্মধ্যে হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তাঁর প্রকৃত নাম ইসমাঈল, আবুল ফিদা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম এবং ইমাদুদ্দীন (ধর্মের স্তম্ভ) তাঁর উপাধি। সুতরাং তাঁর 'শাজরা-ই-নাসাব' বা কুলজীনামাসহ পূরা নাম ও বংশ পরিচয় হচ্ছে ঃ আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন যার আল-কারশী, আল-বাসরী, আদ্‌ দিমাশকী।

কিন্তু সাধারণ্যে তিনি ইব্‌ন কাসীর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ 'আল-বাসরী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে জন্মস্থান বাচক উপাধি এবং 'আদ্‌ দিমাশকী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বা তা'লীম ও তারবি'য়াত বাচক উপাধি।

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা ঃ

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) সিরীয়া প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বাসরার অধীন মাজদাল নামক মহল্লায় ৭০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌ন কাসীরের জন্মের সময়ে তাঁর পিতা সেই অঞ্চলের খতীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চার বছর বয়সে শিশু ইব্‌ন কাসীরের স্নেহময় পিতা শিহাবুদ্দীন উমার ৭০৫ হিজরী মুতাবিক ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শাইখ আবদুল ওয়াহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) শিক্ষকবৃন্দ

তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন। অতঃপর শাইখ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রাহমান ফাযারী (মৃত্যু ৭২৯ হিজরী/১৩২৮ খৃষ্টাব্দ) এবং শাইখ কামালুদ্দীন ইব্‌ন কাযী শুহবার কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন।

মুহাদ্দিস হাজ্জার ছাড়া তাঁর সমসাময়িক যেসব মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইমাম ইব্‌ন কাসীর একাগ্র চিত্তে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ

১) বাহাউদ্দীন ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুযাফ্‌ফর ইব্‌ন আসাকির (মৃত্যু ৭২৩ হিজরী/১৩২৩ খৃষ্টাব্দ)

২) শাইখুয্‌ যাহিরিয়া আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহিয়া আল আমিদী (মৃত্যু ৭২৫ হিজরী/১৩২৪খৃষ্টাব্দ)

৩) ঈসা ইবনুল মুত্‌ইম।

৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যারাদ।

৫) বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুয়াইদী (মৃত্যু ৭১১ হিজরী/১৩১১ খৃষ্টাব্দ)

৬) শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমাদ ইব্‌ন তাইমীয়া আল হাররানী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী/ ১৩২৭ খৃষ্টাব্দ)।

৭) ইব্‌নুর রাযী।

৮) আহমাদ ইব্‌ন আবী তালিব (ইবনুশ শাহনাহ) (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

৯) ইবনুল হাযযার (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

১০) আলী ইব্‌ন উমার আস সুওয়াইনী

১১) আবূ মূসা আল কারাফাই

১২) আবুল ফাত্‌হ আল দাব্বুসী

১৩) ইব্‌নুর রাযী।

১৪) হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ আল মযযী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ)।

১৫) আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩২৭ খৃষ্টাব্দ।

১৬) আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশ-শীরাযী (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী/১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

হাফিয ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) উপরোক্ত মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়েছিলেন তন্মধ্যে 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরীয়া দেশীয় মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রাহমান মিয্‌যী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার।

ইমাম ইব্‌ন কাসীরের প্রতি সমসাময়িক মনীষীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

হাফিয শামসুদ্দীন যাআবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ) তাঁর 'আল-মুজামুল মুখতাস' এবং 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' নামক অনবদ্য গ্রন্থদ্বয়ে বলেন ঃ

'ইব্‌ন কাসীর একজন খ্যাতনামা মুফ্‌তী (ফাতওয়া প্রদানে বিশেষজ্ঞ), বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, আইন অভিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, বিচক্ষণ তাফসীরকার এবং রিজাল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। হাদীসের মতন (মূল অংশ) সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ ছিল উল্লেখযোগ্য।

হাফিয হুসাইনী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমাম ইব্‌ন কাসীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ 'তিনি হাদীসের বিশিষ্ট অধ্যাপক, হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, প্রখ্যাত আলিম এবং ইমাম, বক্তৃতায় সুনিপুণ এবং বহু গুণ ও উৎকর্ষের অধিকারী।'

আল্লামা শাইখ ইব্‌ন ইমাদ হাম্বালী (মৃত্যু ১০৮৯ হিজরী/১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) ইমাম ইব্‌ন কাসীরকে (রহঃ) 'আল হাফিযুল কাবীর' বা মহান হাফিয অর্থাৎ কুরআনের শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর বলে আখ্যায়িত করেন।

অনুরূপভাবে তাঁর খ্যাতনামা প্রিয় শিষ্য আল্লামা হাফিয ইব্‌ন হজ্জি (মৃত্যু ৮১৬ হিজরী/১৪১৩ খৃষ্টাব্দ) স্বীয় শ্রদ্ধাস্পদ উস্তাদ (ইব্‌ন কাসীর) সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে বলেন ঃ

'আমরা যেসব হাদীস শাস্ত্রজ্ঞকে পেয়েছি তন্মধ্যে তিনি (ইব্‌ন কাসীর) হাদীসের মতন বা মূল অংশ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর এবং দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে, হাদীস রিজাল শাস্ত্র জ্ঞানে ও বিশুদ্ধ-দুর্বল হাদীস নির্ধারণে ছিলেন সবার চেয়ে অভিজ্ঞ। তাঁর সমসাময়িক উলামা ও উস্তাদবৃন্দ সবাই তাঁর এই মান মর্যাদার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। তাঁর কাছে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি, তবু এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যতবারই আমি তাঁর খিদমাতে গিয়ে উপনীত হয়েছি, প্রতিবারই কোন না কোন বিষয়ে তাঁর কাছে জ্ঞানলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি। আল্লামা হাফিয ইব্‌ন নাসিরুদ্দীন আদ্‌-দিমাশকী (মৃত্যু ৮৪২ হিজরী/১৪৩৮ খৃষ্টাব্দ) তাঁর (ইব্‌ন কাসীরের) প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের নির্ভর, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন এবং তাফসীর বিদ্যা বিশারদদের উন্নত ধ্বজা'। হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (৮৫২ হিজরী) তাঁর 'আদ্‌দুরারুল কামীনা' গ্রন্থে বলেন ঃ

'হাদীসের মতন বা মৌল অংশ এবং রিজাল বা চরিত-অভিধান শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি সব সময় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি

ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, আর তিনি রসিকতা-প্রিয় ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থরাজি চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে'।

তিনি যেমন ছিলেন লিখা-পড়ায় অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জ্ঞান অন্বেষণে ছিলেন অত্যন্ত তৎপর, তেমনি তার ছিল ক্ষুরধার লেখনী। ফিক্‌হ, তাফসীর এবং হাদীস শাস্ত্রে তার ছিল পূর্ণ দখল। পড়ালেখার সাথে সাথে তিনি বই পুস্তক লিখা ও দীনের প্রচার কাজে নিজকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণও ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) সর্বতোমুখী প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি এবং অগাধ জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্‌ন ইমাদ (মৃত্যু ১০৯৮ হিজরী/ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) বলেন ঃ

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন বিষয়কে একবার মুখস্থ করে নিলে তাঁর বিস্মরণ খুব কমই হত। আর তিনি মেধাবীও কম ছিলেননা। আরাবী সাহিত্যও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মধ্যম পর্যায়ের কবিতাও তিনি রচনা করতেন'।

আল্লামা ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ঃ

ইব্‌ন কাসীরের স্বনাম খ্যাত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট নিবিড় সম্বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ব্যাপারে এই শিষ্যের উপর উস্‌তাদের প্রভাববিস্তার করেছিল অতি প্রগাঢ়ভাবে। ইব্‌ন কাসীর অধিকাংশ মাস্‌য়ালায় হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। ইব্‌ন কাযী শাহাবা স্বীয় 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি ইব্‌ন তাইমিয়ার মত ও পথকে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে বিতর্ক করতেন এবং তাঁর বহু মতের অনুসরণ করতেন। তিন তালাকের মাস্‌য়ালাতেও তিনি ইব্‌ন তাইমিয়ার মতানুযায়ী ফতওয়া দিতেন। এ কারণে তাঁকে এক ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং অন্তহীন নির্যাতন যাতনা ভোগ করতে হয়।

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) রচিত গ্রন্থমালা ঃ

১। আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অমর স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে এই মরজগতের বুকে যেসব মহামূল্য ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছেড়ে গেছেন, তন্মধ্যে তাঁর লিখিত **تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْم** 'তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম'

যা 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' নামেই বেশি পরিচিত। পবিত্র কুরআনের এই সু-প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ **لَمْ يُؤَلَّفْ عَلَـــى نَمْطِه مِثْلُهُ** অর্থাৎ এ ধরনের অন্য কোন তাফসীর লিপিবদ্ধই হয়নি। কায়রোর প্রখ্যাত আলেম যাহিদ ইব্‌ন হাসান আল-কাউসারী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর বরাতে বলেন **هُوَ مِنْ اَفْيَدِ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ بِالرِّوَايَةِ** 'রিওয়ায়েতের বিশিষ্ট তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণপ্রদ ও উপকারী'।

২। **التَّكْمِيْلُ فِيْ مَعْرِفَـــةِ الثِّقَـــاتِ وَالضُّعَـــــفَاءِ وَالْمَجَاهِيْـــلِ** আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী মা'রিফাতিস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফায়ে ওয়াল মাজাহীল'। হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চাল্‌পী তাঁর অমর গ্রন্থ 'কাশফুয যুনূনে' এই গ্রন্থখানির 'আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী আসমাইস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে এবং 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' নামক অনবদ্য পুস্তকে উপরোক্ত নামেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নাম থেকেই তার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এটি রিজাল শাস্ত্রের (চরিত-অভিধান শাস্ত্র বা রাবীদের জীবনী সংগ্রহ বিজ্ঞান) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল্লামা 'হুসাইনী' দিমাশকীর আলোচনা মতে এই আলোচ্য গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। লেখক এতে হাফিয জামাল ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রাহমান মিয্‌যীর 'তাহযীবুল কামাল' এবং হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' নামক চমৎকার গ্রন্থদ্বয়কে একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের পক্ষ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে বেশ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

هُوَ اَنْفَعُ شَيْئًا لِلْفَقِيْهِ الْبَارِعِ وَكَذَلِكَ لِلْمُحَدِّثِ

'আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শাস্ত্রবিদের জন্য যেমন লাভজনক, ঠিক তেমনি মুহাদ্দিসের পক্ষেও উপকারী।

৩। **اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَـــةُ** 'আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া। ইব্‌ন কাসীর রচিত ইতিহাস বিষয়ক ১৪ খন্ডের এই বিরাট গ্রন্থখানি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি।

মিসর থেকে একাধিকবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টির প্রাথমিককাল থেকে শুরু করে শেষ যুগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা সুন্দরভাবে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। প্রথমে নাবী-রাসূলগণ ও পরে প্রাচীন জাতির তথা বিগত উম্মাতদের বিস্তারিত বিবরণ এবং শেষে সীরাতে নবভীর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। তারপর খিলাফাতে রাশেদা থেকে শুরু করে একেবারে গ্রন্থকারের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সুন্দর ও স্বার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বিধৃত হয়েছে এই পৃথিবীর লয়প্রাপ্তি তথা রোয কিয়ামাতের আলামতসমূহ এবং আখিরাত বা পরজগতের অবস্থার কথাও ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাজী খলীফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'কাশফুয্ যুনূন' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অবধারিত মৃত্যুর দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সীরাতুন্নাবী অংশকে বেশ চমৎকার ও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৪। اَلْهَدْىُ وَالسُّنَنُ فِىْ اَحَادِيْث الْمَسَانِيْد وَالسُّنَنِ 'আল-হাদয়ু ওয়াস সুনান ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান'। এই গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসানীদ' নামেও প্রসিদ্ধ। এতে 'মুসনাদ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল', 'মুসনাদ বায্‌যার, 'মুসনাদ আবূ ইয়ালা', 'মুসনাদ ইব্‌ন আবী শাইবা' এবং সাহিহায়িন এবং সুনান চতুষ্টয়ের রিওয়ায়াতগুলিকে একত্র করে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৫। طَبَقَاتُ السَّافِعِيَّة তাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ। এই গ্রন্থে শাফিঈ ফকীহদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

৬। شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ 'শারহু সাহীহিল বুখারী'। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর বুখারীর এই ভাষ্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন এবং এ কাজে বেশ কিছুদূর তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা' সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

৭। اَلاَحْكَامُ الْكَبِيْرُ 'আল-আহ্‌কামুল কাবীর'। এ গ্রন্থখানিতে তিনি শুধুমাত্র আহ্‌কাম বা অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলিকে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ

করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু 'কিতাবুল হাজ্জ' পর্যন্ত পৌঁছে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

৮। اخْتِصَارُ عُلُوْمِ الْحَدِيْث 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী তাঁর 'মিনহাযুল উসূল ফী ইসতিলাহি আহাদীসির্ রাসূল' গ্রন্থে এর নাম اَلْبَاعِثُ الْحَدِيْثُ عَلَى مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الْحَدِيْث 'আল বা'ইসুল হাদীস 'আলা মা'রিফাতে উলূমিল হাদীস' বলে উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লামা ইব্‌নস সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরী) লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উসূলুল হাদীসের কিতাব 'উলূমিল হাসীস' ওরফে 'মুকাদ্দিমা ইব্‌নুস সালাহ' مُقَدَّمَةُ ابنُ الصَّلاَحِ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর এর স্থানে স্থানে বহু সুন্দর জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে সংযোজন করেছেন।

৯। مُسْنَدُ الشَّيْخَيْنِ 'মুসনাদুস শাইখাইন'। এতে আবূ বাকর (রাঃ) এবং 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) তাঁর 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে আর একখানি 'মুসনাদে উমর' নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, না কি উপরিউক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ড তা সঠিকভাবে জানা যায়না।

১০। اَلسِّيْرَةُ النَّبُوِيَّةُ 'আসসীরাতুন নাবভীয়াহ'। এ একখানি বৃহদাকার উৎকৃষ্ট সীরাত গ্রন্থ।

১১। تَخْرِيجُ اَحَادِيْث اَدِلَّةِ التَّنْبِيْةِ 'তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাত তামবীহ'।

১২। مُخْتَصَرُ كِتَابِ الْمَدْخَلِ للاِمَامِ الْبَيْهَقِىْ 'মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লিল ইমাম বাইহাকী'। এই গ্রন্থের নাম গ্রন্থকার স্বয়ং 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন আল বাইহাকী (৪৫৮ হিজরী) কৃত 'কিতাবুল মাদখালের' সংক্ষিপ্ত সার।

১৩। رِسَالَةُ الاجْتِهَاد فِىْ طَلَبِ الْجِهَاد 'রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ'। খৃষ্টানরা যখন 'আয়াস' দূর্গ অবরোধ করে সেই সময়ে

তিনি এই পুস্তিকাখানি আমীর মনজাকের উদ্দেশে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটি মিসর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

মোট কথা, তার লিখিত পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীসে রাসূল (সঃ), সীরাতুন্নবী (সঃ), ইতিহাস, ফিক্‌হ শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আজও বেশ জনপ্রিয়, সবার কাছে বিশেষ সমাদৃত ও দলমত নির্বিশেষে গ্রহণীয়। প্রায় সকল যুগের ঐতিহাসিকবৃন্দ ও তাফসীরকারগণ তাঁর ইতিহাস ও তাফসীর সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেন।

ইব্‌ন কাসীরের মৃত্যু

অবধারিত মৃত্যুর আগে এই নশ্বর জীবনের শেষভাগে হাফিয ইব্‌ন কাসীর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৩৭২ খৃষ্টাব্দ মুতাবিক ৭৭৪ হিজরীর ২৬ শা'বান রোজ বৃহস্পতিবার এই মহামনীষী অস্থায়ী দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের সেই অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অনুবাদক পরিচিতি

১৯৩৬ সালে বাবলাবোনা নামক এক ছায়া ঢাকা নিভৃত গ্রামে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান এর জন্ম। পিতা অধ্যাপক মওঃ আবদুল গণী সাহেবের কাছেই তার প্রথম হাতে খড়ি। প্রথমে রাজশাহী নবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং পরে ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬২ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ও. এল ডিগ্রী নিয়ে তিনি দাদনচকে প্রথম স্তরের ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তার পিতা আবদুল গণী সাহেবও এককালে ওখানে অধ্যাপনা করতেন।

সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রভাষক হন। পরবর্তীতে আরাবী বিভাগের সভাপতি, সহযোগী অধ্যাপক এবং সর্বশেষ তিনি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও তিনি কিছু দিন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৮১ সালের শুরুতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক শহরে একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক।

গতিশীল প্রবন্ধকার হিসাবে ঢাকার ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বিভিন্ন ভাষায় তার প্রবন্ধমালা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে নয়াদিল্লী, বেনারস ও ইসলামাবাদ থেকে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমানের সাহিত্য কর্ম ও রচনা শৈলীর অধিকাংশই ইসলামী সাহিত্যকে নিয়ে অনুবর্তিত। এ নিয়েই তার নশ্বর জীবন হয়ে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দেশ-বিদেশের বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন শিক্ষায়তন এবং উচ্চতম বিদ্যাপীঠের ম্যাগাজিনে বহু মৌলিক এবং ভাষান্তরিত প্রবন্ধাবলী, নাটিকা, ছোট গল্প ইত্যাদি প্রকাশ পায়। বিগত রাষ্ট্র-বিপ্লব ও গণ-আন্দোলন জনিত ধ্বংস যজ্ঞের শিকার হয়ে তার বেশ কিছু পান্ডুলিপি বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে।

একাধারে ৪-৫টি ভাষায় সমান পারদর্শী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের প্রায় সবটাতেই তার কিছু না কিছু বই পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তিনি শিশু সাহিত্যেরও চর্চা করে থাকেন। তার লিখা "বটগাছের ভূত", "মৃত্যুর ভয়", ছোটদের ইব্‌ন বতুতা প্রভৃতি লিখাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত তার বইগুলির মধ্যে "মাযামীনে মুজীব" (নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশ) 'ইমাম বুখারী' 'ইমাম মুসলিম' 'মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ' 'হযরত ইবরাহীম' 'আল্লামা জারুল্লাহ' 'মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা' 'ইসলামী সাহিত্যে তসলিমুদ্দীন', 'মিসরের ছোট গল্প' 'মার্গারেট', 'স্মৃতিময় শৈশব' 'কুরআন কণিকা' 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস' 'মাদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইউব আনসারী', 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা' 'বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা' 'মওঃ মুহাম্মদ জুনাগড়ী (রহঃ), 'নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায', 'ইদ্রিস মিয়া', 'মুহাদ্দিস আযীমাবাদী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্যের দাবীদার। উপরোক্ত বিষয়বস্তুই হচ্ছে তার রচনাশৈলী ও সাহিত্য চর্চার প্রধান উপজীব্য বিষয়।

স্বীয় মাতৃভাষা বাংলায় রচিত তার অধিকাংশ রচনাশৈলীর মাধ্যমে এই ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী ধারাটিকে সুসমৃদ্ধ ও সরস করে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এভাবে মুসলিম মানস ও ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় বস্তুগুলিকে নতুন আঙ্গিকে প্রথম বারের মতো তিনি বিদগ্ধ পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। এসব রচনাশৈলী ও সাহিত্যধারা প্রকৃত প্রস্তাবে তার অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা মূলক মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। এ সবের মাধ্যমে বহু অজ্ঞাত ইতিহাস এবং দূর্লভ ও অপ্রাপ্তব্য তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে আমাদের সম্যক পরিচয় ঘটেছে।

একান্তই নিঃস্ব, রিক্ত ও নিঃসহায়দের যুগ যন্ত্রণা বুকের মাঝে পুষে রেখে এক মাত্র আল্লাহর আশীষ ধারাকে রক্ষাকবজ করে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার এই ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনের সূত্রপাত ঘটে। প্রায় তিন যুগ ধরে নিরলস শিক্ষাদান ও লাগাতার সাহিত্য সেবাই তার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। বিষয়বস্তুর গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে তথ্যানুসন্ধানের আজন্ম প্রবণতাই

তার সম্মুখ পানে হাজির করেছে পরিশীলিত বাণী আর তার সাহিত্য সৃষ্টিতে যুগিয়েছে বিচিত্র ধরণের মাল-মসলা এবং উপাদান উপকরণ। নিরন্তর সাহিত্য সৃষ্টিতে তার বিচিত্র অর্ন্তদৃষ্টি ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমাহার ঘটেছে উপর্যুপরি প্রকাশিত গ্রন্থমালায়। অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তিনি প্রথমে উপনীত হয়েছেন গন্ড-গ্রাম-গঞ্জের নিভৃত কোণ থেকে শহরে বন্দরে এবং পরে রাজধানী নগরে, আর সর্বশেষ এসেছেন সুদূর আমেরিকার মাটিতে তথা নিউইয়র্ক নগরীতে। বর্তমানে তিনি এই শহরে এই উচ্চাঙ্গের শিক্ষা কেন্দ্রের (এডুকেশন সেন্টার) পরিচালক।

কিন্তু এই সুদূর প্রবাসের অতি ব্যস্ত এবং সংগ্রাম মুখর জীবনেও তার লেখনী কিংবা সাহিত্য চর্চায় কোন রূপ ছেদ বা ভাটা পড়েনি, বরং তার বলিষ্ঠ কলমের মাধ্যমে তা পূর্বের মতোই রয়েছে চির চলমান এবং সদা আগুয়ান।